তিন বন্ধু সিরিজের ৪র্থ বই

রহস্য, অভিযান ও বিজ্ঞানভিত্তিক কিশোর গল্প

পাহাড়ের নীরব সংকেত

রাফসান হক

একটি পুরোনো সংকেত,
তিন বন্ধুর নতুন অভিযান,
আর পাহাড়ের বুকে লুকিয়ে থাকা
একটি রহস্য...

ক্যাটালগ
পাবলিকেশনস
catalog.com.bd

ক্যাটালগ
পাবলিকেশনস
catalog.com.bd
www.catalog.com.bd

অধ্যায় ১: লাল তীরের চিহ্ন

হারিয়ে যাওয়া নদীর মানচিত্রটি টেবিলের ওপর মেলে রাখা। রাফি, নীলয় আর তূর্য তিনজনই চুপচাপ সেটার দিকে তাকিয়ে আছে। মানচিত্রটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। কাগজ হলদেটে হয়ে গেছে, কয়েক জায়গায় ভাঁজের দাগ। নীল কালিতে আঁকা নদী, খাল, পাহাড় আর গ্রামের চিহ্নগুলোও কিছুটা অস্পষ্ট। কিন্তু মানচিত্রের সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়টি ছিল একেবারে উত্তর দিকে। সেখানে একটি লাল তীর আঁকা। তীরটি পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করছে। তার পাশে মাত্র দুটি শব্দ—“উত্তরের পাহাড়”।

তূর্য আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখাল। “আমার মনে হয়, এই তীরটা কোনো কারণেই আঁকা হয়নি।” নীলয় বলল, “সেটা তো আমিও বুঝেছি। কিন্তু কারণটা কী?” রাফি মানচিত্রটা আরও কাছে টেনে নিল। “এটা দেখ।” “কী?” “তীরের নিচে খুব হালকা একটা দাগ আছে।” তূর্য ঝুঁকে পড়ল। সত্যিই, লাল তীরের নিচে কাগজে পেন্সিলের খুব হালকা আঁচড়

দেখা যাচ্ছে। এত হালকা যে প্রথম দেখায় বোঝাই যায় না। নীলয় বলল, “এটা কি কোনো লেখা ছিল?” রাফি মাথা নাড়ল। “হতে পারে। কিন্তু কাগজের ওপর আর কিছু লেখা নেই।”

তিনজনই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ঠিক তখনই নীলয়ের চোখ পড়ল মানচিত্রের একেবারে প্রান্তে। সেখানে ছোট করে লেখা— “যদি নদীর পথ খুঁজে পাও, পাহাড়ের সংকেত খুঁজে দেখো।” তূর্য প্রায় লাফিয়ে উঠল। “এটা আগে ছিল না!” রাফি হেসে বলল, “ছিল। আমরা খেয়াল করিনি।” নীলয় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। “তার মানে নদীর রহস্য শেষ হয়নি?” রাফি জানালার বাইরে তাকাল। দূরের আকাশে সন্ধ্যার আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। তারপর সে বলল, “নদীর রহস্যের একটা অংশ আমরা বুঝেছি। কিন্তু এই মানচিত্রের মানুষটা পাহাড়ের দিকে লাল তীর কেন এঁকেছিল—সেটা এখনও জানি না।” তূর্য বলল, “তাহলে?” রাফি মানচিত্রটা ভাঁজ করতে করতে বলল, “উত্তরের পাহাড়ে যেতে হবে।”

অধ্যায় ২: রাতের আলো

উত্তরের পাহাড় তাদের এলাকা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তবে পাহাড়ের ভেতরের অংশে খুব কম মানুষই যায়। পুরোনো বন, পাথুরে পথ আর কয়েকটি ছোট গ্রাম ছাড়া সেখানে তেমন কিছু নেই। পরের সপ্তাহে স্কুলের ছুটি ছিল। তিন বন্ধু ঠিক করল, দিনের বেলায় পাহাড়ের কাছাকাছি গিয়ে জায়গাটা দেখে আসবে। তাদের সঙ্গে থাকবে নীলয়ের ছোট ভাইয়ের পুরোনো কম্পাস, রাফির নোটবুক, তূর্যের দূরবীন এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস।

যাওয়ার আগের রাতে তারা আবার মানচিত্রটি পরীক্ষা করল। রাফি একটি আধুনিক মানচিত্রের সঙ্গে পুরোনো মানচিত্রটি মিলিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে বলল, “এক মিনিট!” নীলয় তাকাল। “কী হলো?” “এই পাহাড়টার অবস্থান দেখেছ?” “হ্যাঁ।” “পুরোনো মানচিত্রে পাহাড়ের পাশে একটা ছোট বৃত্ত আছে।” তূর্য বলল, “বৃত্ত মানে কী?” “জানি না।” নীলয় বলল, “কোনো বাড়ি?” রাফি মাথা নাড়ল।

“হতে পারে। আবার কোনো পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রও হতে পারে।”

তূর্য হঠাৎ বলল, “আমি একটা কথা শুনেছি।” দুজনেই তার দিকে তাকাল। “কী?” “ওই পাহাড়ে নাকি রাতে মাঝে মাঝে আলো দেখা যায়।” নীলয় হেসে ফেলল। “জোনাকি?” “না। জোনাকি তো একটা জায়গায় স্থির থাকে না।” রাফি এবার আগ্রহী হলো। “কেমন আলো?” তূর্য বলল, “লোকজন বলে, পাহাড়ের ওপর থেকে মাঝে মাঝে একটা আলো জ্বলে আবার নিভে যায়।” নীলয় বলল, “তাহলে হয়তো কেউ টর্চ ব্যবহার করে।” রাফি বলল, “সেটাই আগে ধরে নেওয়া উচিত। অদ্ভুত কিছু ধরে নেওয়ার দরকার নেই।” কিন্তু পরদিন রাতে তারা নিজেরাই সেই আলো দেখতে পেল। পাহাড়টি তাদের বাড়ি থেকে দূরে হলেও আকাশ পরিষ্কার থাকায় দূরের কালো পাহাড়ের রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। রাত প্রায় দশটা। তিনজন ছাদে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ— এক ঝলক আলো। তারপর অন্ধকার। কয়েক সেকেন্ড পর আবার— এক ঝলক আলো।

অধ্যায় ৩: তিনবার আলো

পরের রাতেও তারা ছাদে উঠল। রাত ৯টা ৪২ মিনিটে আলো দেখা গেল। একবার। তারপর ৯টা ৪৩ মিনিটে দুবার। তারপর আর কোনো আলো নেই। তূর্য নোটবুকে লিখল—৯:৪২ — ১ বার, ৯:৪৩ — ২ বার। নীলয় বলল, “এটা কি সত্যিই সংকেত?” রাফি বলল, “এখনই বলা যাবে না।”

পরের রাতেও একই ঘটনা ঘটল। প্রথমে একবার। তারপর দুবার। তারপর তিনবার। এবার তূর্য বলল, “এটা তো এক, দুই, তিন!” রাফি কিছু বলল না। সে টেবিলের ওপর একটা কাগজে তিনটি আলোর সংকেত লিখল। তারপর বলল, “যদি এটা সংকেত হয়, তাহলে হয়তো সংখ্যা বোঝাচ্ছে।” নীলয় বলল, “কিন্তু তিনটা আলাদা সংখ্যা দিয়ে কী হবে?” রাফি উত্তর দিল, “হয়তো দিক।” তূর্য বলল, “১, ২, ৩ মানে?” রাফি বলল, “এখনও জানি না।”

তারা আরও তিন রাত পর্যবেক্ষণ করল। চতুর্থ রাতে আলো এল না। পঞ্চম রাতে আবার এল। কিন্তু এবার ক্রমটা বদলে গেছে। প্রথমে তিনবার। তারপর একবার। তারপর দুবার। তূর্য বলল, “৩-১-২।” নীলয় বলল, “এবার তো আরও গোলমাল!” রাফি নোটবুক বন্ধ করল। “গোলমাল না। প্যাটার্ন।” “কী প্যাটার্ন?” “আমরা যদি শুধু আলো গুনতে থাকি, তাহলে হয়তো কিছুই বুঝব না। আমাদের জানতে হবে আলোটা কীভাবে তৈরি হচ্ছে।”

অধ্যায় ৪: পাহাড়ের পথে

দুদিন পর সকালেই তিন বন্ধু রওনা হলো। পাহাড়ের নিচে পৌঁছাতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগল। পথের শেষ অংশে মাটির রাস্তা শেষ হয়ে পাথুরে পথ শুরু হলো। রাফি পুরোনো মানচিত্র বের করল। “এই পথটা আগে ছিল।” নীলয় বলল, “এখন তো নেই।” “পুরোনো পথ মুছে গেছে। কিন্তু পাহাড়ের ঢাল, বড় পাথর আর ঝরনার অবস্থান দেখে আন্দাজ করা যায়।” তূর্য দূরবীন দিয়ে সামনে তাকাল। “ওইদিকে একটা পাথরের খুঁটি দেখা যাচ্ছে।”

তারা কাছে গিয়ে দেখল, পাথরের খুঁটির গায়ে মরিচা ধরা ধাতব প্লেট লাগানো। প্লেটের ওপর লেখা — উত্তরাঞ্চল বৃষ্টিপাত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র — ১৯৭৯। তিনজন একে অপরের দিকে তাকাল। রাফি বলল, “এটাই!” নীলয় বলল, “কী?” “পুরোনো মানচিত্রের বৃত্তটা হয়তো এই জায়গাটাকেই বোঝাচ্ছিল।”

পাথরের খুঁটির পাশে ভাঙা একটা ছোট ঘর ছিল। দরজা নেই। জানালার কাচও ভেঙে গেছে। ভেতরে পুরোনো কাঠের টেবিল। এক কোণে মরিচা ধরা ধাতব বাক্স। আর দেয়ালে কয়েকটি অদ্ভুত চিহ্ন। তূর্য বলল, “এখানে কি কেউ থাকত?” রাফি বলল, “সম্ভবত পর্যবেক্ষক।” নীলয় ধাতব বাক্সটা পরীক্ষা করল। তালা নেই। ঢাকনা খুলতেই ভেতরে পাওয়া গেল কিছু পুরোনো কাগজ। বৃষ্টির হিসাব। তারিখ। সময়। বৃষ্টির পরিমাণ। তাপমাত্রা। সবকিছু নিয়মিতভাবে লেখা। তূর্য অবাক হয়ে বলল, “এগুলো এত বছর ধরে এখানে পড়ে আছে?” রাফি কাগজের একটি পাতা হাতে নিয়ে বলল, “সম্ভবত কেউ আর নিতে আসেনি।” তারপর নীলয় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল— “এই দেখ!” একটি কাগজে লাল পেন্সিল দিয়ে তিনটি সংখ্যা লেখা। ৩ — ১ — ২। রাফি স্থির হয়ে গেল।

অধ্যায় ৫: ৩–১–২

তিন বন্ধু মাটিতে বসে কাগজটা পরীক্ষা করতে লাগল। তূর্য বলল, “এই সংখ্যাগুলোই তো আমরা আলোতে দেখেছিলাম!” নীলয় বলল, “তাহলে আলোটা এই জায়গা থেকেই আসে?” রাফি মাথা নাড়ল। “সম্ভবত।” “কিন্তু এখানে তো কোনো বাতি নেই।”

রাফি চারদিকে তাকাল। ভাঙা ঘরের পেছনে একটি লোহার খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় ছোট একটি ধাতব বাক্স। রাফি কাছে গিয়ে দেখল। বাক্সটির এক পাশে গোলাকার কাচ। তূর্য দূরবীন বের করল। “এটা কী?” রাফি বলল, “হয়তো পুরোনো সিগন্যাল লাইট।” নীলয় বলল, “কিন্তু বিদ্যুৎ কোথা থেকে আসে?”

রাফি বাক্সটির নিচে তারের মতো কিছু দেখতে পেল। তারপর তার অনুসরণ করে তারা ঘরের পেছনে গেল। সেখানে মাটির মধ্যে অর্ধেক ঢুকে থাকা একটি মোটা তার। তারটি গিয়ে শেষ হয়েছে

একটি ছোট ধাতব বাক্সে। বাক্সটি খোলা। ভেতরে মরিচা ধরা ব্যাটারির মতো কিছু। তূর্য বলল, “এত পুরোনো জিনিস এখনও কাজ করে?” রাফি বলল, “এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না।” সে চারদিকে তাকাল। তারপর বলল, “আমরা একটা পরীক্ষা করতে পারি।” নীলয় বলল, “কী পরীক্ষা?” “রাতে আলো দেখা যায়। কিন্তু যদি এই পুরোনো ব্যবস্থা থেকেই আলো আসে, তাহলে কোনো না কোনো শক্তির উৎস দরকার।” তূর্য বলল, “সূর্যের আলো?” রাফি হাসল। “ঠিক।” সে দিনের আলোতে ধাতব বাক্সটির ওপর জমে থাকা কাচের পাতটি পরীক্ষা করল। কাচের নিচে ছিল একটি পুরোনো ছোট সৌরপ্যানেল। তিনজনই চুপ। নীলয় বলল, “এটা তো অনেক পুরোনো প্রযুক্তি।” রাফি বলল, “পুরোনো হলেও অসম্ভব নয়।”

অধ্যায় ৬: অদৃশ্য বার্তা

সন্ধ্যা নামার আগে তারা পাহাড়ের একটু নিচে নিরাপদ জায়গায় অবস্থান নিল। রাফির হাতে নোটবুক। নীলয়ের হাতে ঘড়ি। তূর্যের হাতে দূরবীন। রাত ৯টা ৪১ মিনিট। সবাই অপেক্ষা করছে। ৯টা ৪২ মিনিট। হঠাৎ পাহাড়ের মাথায় আলো জ্বলে উঠল। একবার। তারপর— তিনবার। তারপর— দুবার।

তূর্য চিৎকার করে বলল, “৩–১–২!” রাফি বলল, “না। এবার ১–৩–২।” নীলয় দ্রুত লিখে ফেলল। আবার আলো। একবার। তিনবার। দুবার। তারপর কয়েক সেকেন্ড বিরতি। তারপর একটি দীর্ঘ আলো। তূর্য বলল, “এবার কী?”

রাফি চুপ। সে পুরোনো কাগজটা বের করল। সেখানে লেখা ছিল— ৩–১–২। তার নিচে আরেকটি লাইন। “বৃষ্টির উত্তর ঢাল পরীক্ষা করো।” রাফির চোখ বড় হয়ে গেল। “এটাই আসল সংকেত।” নীলয় বলল, “মানে?” “আলো আমাদের

কোথাও যেতে বলছে না। আলো হয়তো একটা স্মরণ সংকেত।” তূর্য বলল, “কিসের?” রাফি কাগজটা দেখিয়ে বলল, “বৃষ্টির পর উত্তর ঢাল পরীক্ষা করতে হবে।” তিনজনের চোখ এবার পাহাড়ের উত্তরের দিকে। পরের দিন ভোরে সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

অধ্যায় ৭: পাহাড়ের নিচে পানি

সারা রাত বৃষ্টি হলো। ভোরে বৃষ্টি থামতেই তিন বন্ধু আবার পাহাড়ে উঠল। উত্তর ঢালটি আগের দিন দেখা হয়নি। পথ কাদায় ভরা। কিছু জায়গায় ছোট ছোট পানির ধারা নেমে আসছে। রাফি পুরোনো কাগজে দেওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখছিল। “এখানে কোথাও একটা পুরোনো জলপরিমাপের জায়গা থাকার কথা।” নীলয় বলল, “কোথায়?” “উত্তর ঢালে।”

তূর্য কিছুক্ষণ খুঁজে একটি পাথরের পাশে দাঁড়াল। “এখানে এসো!” পাথরের নিচে মাটির মধ্যে ধাতব একটি দাগ দেখা যাচ্ছে। তারা মাটি সরাতেই বেরিয়ে এল একটি ছোট লোহার প্লেট। তার ওপর লেখা— Rain Gauge — North Slope। তূর্য বলল, “বৃষ্টির পানি মাপার যন্ত্র!” রাফি বলল, “হ্যাঁ।”

কিন্তু যন্ত্রটি ভেঙে গেছে। তার পাশে একটি সরু নালা। নালাটির ভেতর দিয়ে বৃষ্টির পানি নিচে নামছে। রাফি হঠাৎ বলল, “এই নালাটা দেখো।”

নীলয় বলল, "কী হয়েছে?" "এটা প্রাকৃতিক নালা নয়।" তারা ভালো করে দেখল। নালার দুই পাশে ছোট ছোট ইট বসানো। অনেক পুরোনো। তূর্য বলল, "মানুষ বানিয়েছে?" "হ্যাঁ।" নালাটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেছে। আর নিচে গিয়ে হারিয়ে গেছে ঘন ঝোপের মধ্যে। তিন বন্ধু ঝোপ সরিয়ে সামনে এগোল। কিছু দূর যাওয়ার পর তারা অবাক হয়ে গেল। সেখানে একটি সরু পানির ধারা বয়ে যাচ্ছে। রাফি নিচু হয়ে পানি দেখল। "এই পানি কোথা থেকে আসছে?" নীলয় বলল, "বৃষ্টির পানি?" রাফি বলল, "হতে পারে। কিন্তু পানি খুব পরিষ্কার।" তূর্য বলল, "তাহলে?" রাফি পানির প্রবাহের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের আরও নিচে যেতে হবে।"

অধ্যায় ৮: পাথরের দেয়ালের রহস্য

পানির ধারাটি অনুসরণ করতে করতে তারা প্রায় আধা কিলোমিটার নিচে নেমে এল। হঠাৎ সামনে পাথরের একটি দেয়াল। দেয়ালের মাঝখানে ছোট একটি ফাঁক। সেখান দিয়ে পানি বের হচ্ছে। নীলয় বলল, “এটা তো একটা পুরোনো কালভার্ট!”

রাফি দেয়ালের ওপর হাত রাখল। ইটগুলো খুব পুরোনো। কিছু জায়গায় শ্যাওলা জমেছে। তূর্য বলল, “কিন্তু এখানে তো এখন কোনো রাস্তা নেই।” রাফি বলল, “রাস্তা নেই। কিন্তু আগে ছিল।” সে আবার পুরোনো মানচিত্র বের করল। মানচিত্রের নদীটি পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বয়ে গেছে। আর সেই নদীর দিকে একটি সরু রেখা এসেছে পাহাড় থেকে। রাফি রেখাটার ওপর আঙুল রাখল। “এটাই।”

নীলয় বলল, “মানে পাহাড়ের পানি আগে নদীতে যেত?” “হ্যাঁ।” তূর্য বলল, “কিন্তু নদী তো অনেক

দূরে।” রাফি বলল, “নদীর পুরোনো পথ।” তিনজন এবার বুঝতে পারল। পাহাড়ে যে পুরোনো পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছিল, সেখানে শুধু বৃষ্টির হিসাব রাখা হতো না। বৃষ্টির পানি কোথায় যাচ্ছে, সেটাও পর্যবেক্ষণ করা হতো। পুরোনো নদী শুকিয়ে যাওয়ার পরও পাহাড়ের পানির একটি অংশ সেই পুরোনো পথ ধরে নিচে নামত। আর সিগন্যাল লাইট? সেটা ছিল পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের একটি সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা। বৃষ্টির পর পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে দূরের মানুষদের সতর্ক করার জন্য আলো জ্বালানো হতো। কিন্তু ৩–১–২? সেটার রহস্য এখনও বাকি।

অধ্যায় ৯: ৩–১–২-এর উত্তর

তারা আবার পুরোনো ঘরে ফিরে এল। ধাতব বাক্সের কাগজগুলো একে একে পরীক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ নীলয় একটি নথি পেল। উপরে লেখা— “উত্তর ঢাল — পানি প্রবাহ পর্যবেক্ষণ”। তার নিচে কয়েকটি সংখ্যা। ৩, ১, ২। আর পাশে লেখা— “তিন নম্বর গেজ — উত্তর ঢাল”, “এক নম্বর — পুরোনো কালভার্ট”, “দুই নম্বর — নদীর সংযোগস্থল”।

রাফি বলল, “বুঝেছ?” তূর্য মাথা নাড়ল। “সংকেতটা আসলে জায়গার নম্বর!” নীলয় বলল, “৩ মানে বৃষ্টির পর পাহাড়ের গেজ। ১ মানে কালভার্ট। ২ মানে নদীর সংযোগ।” রাফি বলল, “ঠিক।”

তূর্য বলল, “কিন্তু এত বছর পরও সংকেত কেন চলছে?” এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তারা সৌরপ্যানেলের কাছে ফিরে গেল। সেখানে রাফি একটি ছোট যন্ত্র দেখতে পেল। পুরোনো হলেও তার

ভেতরে আধুনিক ধরনের একটি টাইমার সার্কিট বসানো হয়েছিল। সম্ভবত পরবর্তী সময়ে কেউ এসে সিস্টেমটি মেরামত করেছিল। আর সৌরপ্যানেল দিনের আলো থেকে শক্তি জমিয়ে রাখত। বৃষ্টির পর নির্দিষ্ট সময় হলে আলো জ্বলে উঠত। রাফি বলল, “যে মানুষটি সিস্টেমটা পরে ঠিক করেছিল, সে হয়তো পুরোনো ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ করেনি।” নীলয় বলল, “তাহলে এত বছর ধরে একটা পুরোনো সতর্ক সংকেত নিজের মতো করে চলছিল?” রাফি বলল, “সম্ভবত। তবে নিশ্চিত হতে যন্ত্রটা পরীক্ষা করতে হবে।” তারা স্থানীয় একজন অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

অধ্যায় ১০: রহস্যের আসল উদ্দেশ্য

কয়েক দিন পর প্রকৌশলী এসে পুরোনো যন্ত্রটি পরীক্ষা করলেন। তিনি বললেন, "এটা সত্যিই একটা পুরোনো স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা ব্যবস্থা।" তূর্য জিজ্ঞেস করল, "এটা কীভাবে কাজ করত?"

তিনি বোঝালেন, "বৃষ্টির পর পাহাড়ের পানির প্রবাহ নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেন্সর সংকেত পাঠাত। তারপর নির্দিষ্ট ক্রমে আলো জ্বলত।" রাফি বলল, "৩–১–২?" "হ্যাঁ। সম্ভবত তিনটি পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের কোড।" নীলয় বলল, "কিন্তু এখন তো নদী নেই।"

প্রকৌশলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "নদী নেই মানে নদীর পুরোনো জলপথও নেই—এটা ঠিক নয়।" তিনি তাদের সঙ্গে নিচে গিয়ে পুরোনো কালভার্ট, নালা আর নদীর পুরোনো পথ পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "ভারী বৃষ্টির সময় এই পুরোনো পথ আবার সক্রিয় হয়। পানি

জমে গেলে এখানে আকস্মিক স্রোত তৈরি হতে পারে।” রাফি অবাক হয়ে বলল, “তাহলে এই পুরোনো ব্যবস্থার একটা বাস্তব প্রয়োজন এখনও আছে!” “হতে পারে। তবে পুরো ব্যবস্থাটি এখন আর নিরাপদ নয়। পুরোনো যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করে নতুন ব্যবস্থা বসানো দরকার।” তিন বন্ধু একে অপরের দিকে তাকাল। তারা বুঝতে পারল— তারা কোনো ভূতের সংকেত খুঁজে পায়নি। কোনো গুপ্তধনও নয়। তারা খুঁজে পেয়েছে একটি পুরোনো বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, যেটি প্রকৃতির পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার জন্য তৈরি হয়েছিল। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— মানুষের তৈরি পুরোনো তথ্য আজও ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান হতে পারে।

শেষ অধ্যায়: নতুন মানচিত্র

কয়েক সপ্তাহ পর রাফি, নীলয় আর তূর্য আবার সেই পাহাড়ে গেল। এবার তাদের হাতে পুরোনো মানচিত্রের পাশাপাশি একটি নতুন খাতা। তারা মেপে মেপে লিখল— পাহাড়ের উচ্চতা, বৃষ্টির পর পানির প্রবাহ, পুরোনো নালার অবস্থান, কালভার্টের অবস্থান, নদীর পুরোনো পথ, পানির গভীরতা, বৃষ্টির পর কতক্ষণ পানি প্রবাহিত হয়।

তূর্য বলল, “আমরা কি নতুন একটা মানচিত্র বানাব?” রাফি বলল, “অবশ্যই।” নীলয় হাসল। “পঞ্চাশ বছর পর কেউ যদি এটা পায়?” রাফি বলল, “তাহলে তারা বুঝতে পারবে, আজ এখানে কী ছিল।”

তূর্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “তাহলে আমরাও ভবিষ্যতের জন্য একটা রহস্য রেখে যাচ্ছি?” রাফি হেসে বলল, “রহস্য নয়। তথ্য।” তিনজন আবার কাজে ফিরে গেল। সন্ধ্যার আগে

তারা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াল। সূর্য ধীরে ধীরে পাহাড়ের পেছনে নেমে যাচ্ছে। দূরে পুরোনো নদীর শুকিয়ে যাওয়া পথ। আর তার পাশে নতুন করে বয়ে চলা সরু পানির ধারা। তূর্য বলল, “জানো, নদীটা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি।” রাফি বলল, “হয়তো কোনো নদীই পুরোপুরি হারিয়ে যায় না।” নীলয় তাকাল। “মানে?” রাফি নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, “তার পথ বদলে যেতে পারে। পানি কমে যেতে পারে। মানুষ তার নাম ভুলে যেতে পারে। কিন্তু তার চিহ্ন থেকে যায়।” তিন বন্ধু কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তূর্য হঠাৎ নোটবুক খুলে বলল, “এই নতুন মানচিত্রের নাম কী দেব?” রাফি বলল, “আজকের পাহাড়, আগামী দিনের ইতিহাস।” তিনজন হেসে উঠল। তাদের পেছনে পাহাড়ের পুরোনো সিগন্যাল লাইটটি তখনও দাঁড়িয়ে। দিনের আলোয় নিস্তব্ধ। কিন্তু তারা জানে — প্রকৃতি যখন কথা বলে, তখন তার শব্দ সবসময় কানে শোনা যায় না। কখনো সেটা পাওয়া যায় একটি পুরোনো মানচিত্রে। কখনো একটি শুকিয়ে

যাওয়া নদীর পথে। আর কখনো— পাহাড়ের নীরব সংকেতে।

গল্প থেকে যা শিখলাম

১. পুরোনো তথ্যের মূল্য আছে: পুরোনো মানচিত্র, বৃষ্টির হিসাব, নদীর পথ বা আবহাওয়ার রেকর্ড ভবিষ্যতে পরিবেশের পরিবর্তন বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হতে পারে।

২. কোনো রহস্যের প্রথম ব্যাখ্যাই শেষ ব্যাখ্যা নয়: অদ্ভুত আলো দেখেই সেটিকে রহস্যময় বা অতিপ্রাকৃত ধরে নেওয়া উচিত নয়। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও প্রমাণের মাধ্যমে কারণ খুঁজতে হয়।

৩. প্রকৃতিকে বুঝতে তথ্য দরকার: বৃষ্টির পরিমাণ, পানির প্রবাহ, তাপমাত্রা কিংবা নদীর গতিপথ—এসব তথ্য নিয়মিতভাবে লিখে রাখলে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন বোঝা যায়।

৪. মানুষের তৈরি ব্যবস্থা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত: পুরোনো পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, জলনালা ও সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা দেখায় কীভাবে মানুষ প্রকৃতির

পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও তার ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করেছে।

৫. আজকের পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতের ইতিহাস: আমরা আজ যা দেখি ও লিখে রাখি, কয়েক দশক পরে সেটিই হয়ে উঠতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য।